সর্বসাধারণের জন্য সহজ ভাষায় রচিত

হজ্জ্ব-উমরা হ্যান্ডবুক

মুহাম্মাদ নাসীল শাহরুখ

সুচীপত্র

লেখক পরিচিতি ১৮

অধ্যায় ১

হজ্জ্ব কেন করবেন? ১৯

১.১ এক নজরে হজ্জ্বের বিবিধ ফযীলত ২৩

১.২ হজ্জ্বের অন্যান্য উপকারিতা ২৫

অধ্যায় ২

কার উপর হজ্জ্ব বাধ্যতামূলক? ২৭

২.১ হজ্জ্ব সম্পর্কে প্রচলিত ভুল ধারণা ২৮

প্রশ্নঃ হারাম সম্পদ দিয়ে হজ্জ্বের বিধান কি? ৩০

মাসআলাঃ হারাম সম্পদ দিয়ে হজ্জ্ব-উমরা করলে
বেশির ভাগ আলেমের মতেই ফরয আদায় হয়ে যাবে... ৩৩

২.২ নারীর হজ্জ্ব ফরয হওয়ার জন্য মাহরাম পাওয়া শর্ত ৩৩

প্রশ্নঃ কোন নারী যদি হজ্জ্ব করার মত সম্পদ থাকা
সত্ত্বেও মাহরাম না পাওয়ায় হজ্জ্ব করতে না পারে,
তবে মৃত্যুর আগে বা পরে তার বদলী হজ্জ্ব করা হবে কি? ৩৩

মাসআলাঃ কোন নারী যদি মাহরাম ছাড়া হজ্জ্ব করে, তবে... ৩৪

প্রশ্নঃ মাহরাম কে? ৩৪

২.৩ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির হজ্জ্ব ৩৫

২.৪ বদলী হজ্জ্ব ৩৫

মাসআলাঃ কারও যদি শারীরিক সামর্থ্য থাকে কিন্তু
সম্পদ না থাকে, তবে তার উপর হজ্জ্ব ফরয নয়... ৩৫

মাসআলাঃ যিনি বদলী হজ্জ্ব করবেন তার মূল নিয়ত
যদি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি হয়, আর সেই সাথে আর্থিকভাবে... ৩৬

মাসআলাঃ মহিলা পুরুষের বদলী হজ্জ্ব করতে পারবেন... ৩৬

মাসআলাঃ যিনি বদলী হজ্জ্ব করবেন তিনি সন্তান বা নিকটাত্মীয়... ৩৬

মাসআলাঃ একাধিক ব্যক্তির পক্ষ থেকে একটি হজ্জ্ব করলে
তা হবে না। অর্থাৎ কেউ মা-বাবার বদলী হজ্জ্ব করতে চাইলে... ৩৬

২.৫ বাচ্চাদের হজ্জ্ব ৩৬

মাসআলাঃ বালেগ হওয়ার আগে কেউ হজ্জ্ব করলে
এই হজ্জ্বের দ্বারা ফরয হজ্জ্ব আদায় হবে না... ৩৬

মাসআলাঃ বাচ্চার হজ্জ্বের পশুর খরচ সহ হজ্জ্বের
যাবতীয় খরচ অভিভাবক দেবেন। বাচ্চার সম্পদ থাকলেও তার... ৩৮

মাসআলাঃ অভিভাবক বাচ্চার হজ্জ্ব বা উমরা পরিপূর্ণ করার
জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করবেন এবং অবহেলা করবেন না... ৩৮

মাসআলাঃ অভিভাবকের যথাযথ চেষ্টা সত্ত্বেও যদি বাচ্চা
ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কোন কাজ করে ফেলে কিংবা... ৩৮

মাসআলাঃ অভিভাবকের অবহেলার কারণে যদি বাচ্চা
ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কোন কাজ করে কিংবা কোন ওয়াজিব... ৩৮

মাসআলাঃ তাওয়াফের সময় মসজিদ নোংরা না হওয়ার
জন্য ছোট বাচ্চাকে ডায়াপার জাতীয় কিছু পরানো উচিৎ... ৩৮

অধ্যায় ৩

হজ্জ্ব-উমরার শুরুতে মানসিক প্রস্তুতি ৩৯

৩.১ নিয়তের বিশুদ্ধতা ও পরিপূর্ণ ইখলাস ৩৯

৩.২ তাওহীদের বাস্তবায়ন এবং শিরক থেকে দূরে
থাকার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন ৪০

৩.৩ তাকওয়া অবলম্বন ৪৮

৩.৪ কিছু কবীরা গুনাহের নমুনা ৫০

৩.৫ রাসূলের সুন্নাতের অনুসরণ ৫০

৩.৬ জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব অনুধাবন ৫১

৩.৭ একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র কাছে তওবা করা ৫১

৩.৮ হালাল রোজগার ও বৈধ সম্পদ দিয়ে হজ্জ্ব পালন ৫৩

৩.৯ ইবাদতের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন ৫৫

৩.১০ হারামের অভ্যন্তরে যথাসম্ভব সময় কাটানো ও
বেশি বেশি ইবাদত করা ৫৫

অধ্যায় ৪

সফরের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু বিধান ও প্রয়োজনীয় বিবিধ মাসআলা ৫৬

৪.১ হজ্জের সফরের আগে মৃত্যুর প্রস্তুতি ৫৬

৪.২ বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময়ের যিকর ৫৭

৪.৩ বাহনে আরোহণের দোয়া ৫৮

৪.৪ সফরের দোয়া ৫৮

৪.৫ কোথাও অবস্থান নিলে পড়ার দোয়া ৫৯

৪.৬ সার্বিকভাবে সফরে বেশি বেশি দোয়া করা বাঞ্ছনীয় ৫৯

৪.৭ সফরে উত্তম আখলাক ৬০

৪.৮ সফরের জন্য একজন আমীর বা নেতা নিযুক্ত করা উচিৎ ৬৩

৪.৯ সফরে সালাত সংক্ষিপ্ত করার বিধান ৬৩

মাসআলাঃ যদি ইমাম মুসাফির হন এবং চার রাকাত সালাতকে সংক্ষিপ্ত করে দু-রাকাত পড়েন, তবে তার পেছনে... ৬৩

মাসআলাঃ সফরে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের আগের বা পরের সুন্নাত (রাওয়াতিব) না পড়াই উত্তম... ৬৪

৪.১০ দুই সালাতকে একত্র করার বিধান ৬৪

৪.১১ পানি না পেলে কিংবা পানি ব্যবহারে অসুস্থ হওয়া, রোগ বৃদ্ধি পাওয়া বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে করণীয় ৬৫

মাসআলাঃ যদি প্লেনে থাকা অবস্থায় সালাতের সময় হয়। এবং প্লেন থেকে নেমে ওয়াক্ত না পাওয়ার আশংকা থাকে... ৬৬

মাসআলাঃ জমজমের পানি দিয়ে অযু, গোসল, ইস্তিঞ্জা করা বৈধ ৬৬

৪.১২ নাপাকী সংক্রান্ত মাসআলা ৬৬

৪.১৩ মোজার উপর মাসেহ করার বিধান ৬৭

৪.১৪ জানাযার সালাতের পদ্ধতি ৬৮

৪.১৪.১ জানাযার ২টি দোয়া ৬৮

অধ্যায় ৫

মক্কা ও মদীনার হারাম এলাকার বিধিবিধান ৭০

৫.১ মক্কা মদীনা ভ্রমণের ক্ষেত্রে কিছু বিষয় লক্ষ্য রাখা জরুরী ৭০

অধ্যায় ৬

উমরার পদ্ধতি ৭৩

৬.১ উমরার ৪টি কাজ ৭৫

৬.১.১ উমরার ৪টি কাজের মধ্যে ১ম কাজঃ ইহরাম ৭৫

মাসআলাঃ প্লেনে মীকাত থেকে ইহরাম করার আগ পর্যন্ত
কেউ চাইলে ইহরামের পোশাকের পাশাপাশি গেঞ্জি, টুপি, মোজা ইত্যাদি... ৭৭

মাসআলাঃ মহিলারা এতটুকু উচ্চস্বরে বলবেন যাতে... ৭৭

প্রশ্নঃ হায়েয-নিফাস অবস্থায় মহিলারা কিভাবে ইহরাম করবে? ৭৭

মাসআলাঃ ঔষধ বা ইঞ্জেকশন গ্রহণের মাধ্যমে
হায়েয-নিফাস বন্ধ করা বৈধ। তবে খেয়াল রাখা দরকার... ৭৭

মাসআলাঃ অন্য কারও পক্ষ থেকে উমরার ইহরামের ক্ষেত্রে
মনে মনে এই নিয়ত থাকাই যথেষ্ট যে আমি অমুকের
পক্ষ থেকে উমরা শুরু করছি... ৭৭

মাসআলাঃ প্লেন মুহূর্তেই মীকাত পার হয়ে যাবে... ৭৮

৬.১.১.১ কেউ ইহরাম ছাড়াই মীকাত অতিক্রম করলে কী হবে? ৭৮

৬.১.১.২ যারা আগে মদীনায় যাবেন তাদের ক্ষেত্রে ইহরামের স্থান ৭৮

মাসআলাঃ ইহরাম করার পর উমরা সম্পন্ন করা আবশ্যক হয়ে পড়ে... ৭৯

৬.১.১.৩ তালবিয়া ৭৯

৬.১.১.৩.১ তালবিয়ার তাৎপর্য ৮০

৬.১.১.৩.২ বারবার উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করবেন ৮১

৬.১.১.৪ বিদাতের ব্যাপারে সতর্কতা ৮২

সতর্কতাঃ ইহরামের পোশাক পরিধান করা মানে ইহরাম করা নয়... ৮৩

মাসআলাঃ ইহরামের পোশাক পরিবর্তন করতে কোন বাধা নেই... ৮৩

৬.১.১.৫ ইহরামের আগে দুটি সুন্নাত কাজ ৮৩

মাসআলাঃ প্লেনে গোসল করা সম্ভব না হওয়ায় কেউ
চাইলে বাসা থেকে বের হওয়ার আগে... ৮৪

সতর্কতাঃ সুগন্ধী চুলে, দাড়িতে বা দেহে ব্যবহার করতে... ৮৪

সতর্কতাঃ মহিলারা এমন সুগন্ধী ব্যবহার করবেন না যার সুগন্ধ ছড়ায়... ৮৫

প্রশ্নঃ ইহরামের আগে শরীরের লোম এবং নখ কেটে নেয়া সুন্নাত কি? ৮৫

৬.১.১.৬ ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ ৮৬

৬.১.১.৬.১ ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয় - ১ঃ ইহরাম অবস্থায় পুরুষদের জন্য শরীরের কোন অঙ্গের আকৃতিতে তৈরী পোশাক পরিধান করা নিষিদ্ধ ৮৬

প্রশ্নঃ সেলাইযুক্ত কাপড় পরার বিধান কী? ৮৭

মাসআলাঃ টাখনু সহ পুরো পা ঢেকে থাকে এমন জুতা বা মোজা পরিধান করা ইহরাম অবস্থায় নিষেধ... ৮৭

মাসআলাঃ চশমা, ঘড়ি, বেল্ট, আংটি, গলায় বা কাঁধে ঝুলানোর ব্যাগের ব্যবহার বৈধ। ৮৭

মাসআলাঃ ইহরামের পোশাক সাদা হওয়া জরুরী নয়, তবে পরিষ্কার সাদা কাপড়... ৮৮

৬.১.১.৬.১.১ নারীদের জন্য ইহরাম অবস্থায় দুটি পোশাক নিষিদ্ধ ৮৮

মাসআলাঃ চেহারা বা হাতের আকৃতিতে তৈরী নয় এমন। কিছু দিয়ে প্রয়োজনে চেহারা বা হাত ঢেকে রাখতে অসুবিধা নেই... ৮৮

প্রশ্নঃ ইহরাম অবস্থায় মাস্ক পরা যাবে কী? ৮৯

৬.১.১.৬.২ ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয় -২ঃ ইহরাম অবস্থায় পুরুষদের জন্য মাথা ঢাকা নিষিদ্ধ ৮৯

মাসআলাঃ মাথার সাথে লেগে থাকে না এমন কোন কিছুর নিচে অবস্থান করতে, তার ছায়া গ্রহণ করতে বা... ৯০

মাসআলাঃ পুরুষদের চেহারা ঢাকলে অসুবিধা নেই ৯০

৬.১.১.৬.৩ ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয় - ৩ঃ ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধী ব্যবহার করা নিষিদ্ধ ৯০

মাসআলাঃ ইহরামের আগে শরীরে, চুলে এবং দাড়িতে... ৯১

কতিপয় মাসআলাঃ ৯১

১) ইহরাম অবস্থায় সাবান-শ্যাম্পু, টুথপেস্ট ব্যবহার করা যাবে... ৯১

২) জাফরান যুক্ত চা-কফি পান করা বৈধ নয় কেননা... ৯১

৩) সুগন্ধীযুক্ত টিস্যু ব্যবহার করা যাবে না ৯২

৪) মেহেদী ব্যবহারে অসুবিধা নেই কারণ একে সুগন্ধী...	৯২
৫) তেমনি কাজল-সুরমা ইত্যাদির ব্যবহার বৈধ	৯২
৬) অনিচ্ছাবশত অথবা প্রয়োজনে আতর বা পারফিউমের...	৯২
৬.১.১.৬.৪ ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয় - ৪ঃ চুল বা লোম কাটা বা শেভ করা	৯২
মাসআলাঃ ইহরাম অবস্থায় গোসল করা, মাথা ধোয়া, চুল। আঁচড়ানো কিংবা মাথা বা শরীর চুলকানো বৈধ...	৯৩
৬.১.১.৬.৫ ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয় - ৫ঃ নখ কাটা	৯৩
মাসআলাঃ নখ বা এর অংশবিশেষ ভেঙ্গে গেলে তা...	৯৩
৬.১.১.৬.৫.১ উপরে বর্ণিত নিষিদ্ধ কাজগুলোর কোনটি করার প্রয়োজন পড়লে কী করণীয়?	৯৪
৬.১.১.৬.৬ ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয় - ৬ঃ স্ত্রী-সহবাস এবং কামনা সহকারে স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করা	৯৫
৬.১.১.৬.৭ ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয় - ৭ঃ বিয়ের প্রস্তাব আদান-প্রদান এবং বিয়ে সম্পন্ন (আকদ) করা	৯৫
৬.১.১.৬.৮ ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয় - ৮ঃ ইহরাম অবস্থায় এমন বন্য প্রাণী শিকার করা যা খাওয়া হালাল	৯৬
মাসআলাঃ ইহরাম অবস্থায় অনিষ্টকারী পশুপাখি বা পোকামাকড় যেমনঃ ইঁদুর, সাপ, মশা, তেলাপোকা ইত্যাদি...	৯৬
৬.১.১.৬.৯ ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয় - ৯ঃ পাপকাজ ও ঝগড়া-বিবাদ করা	৯৬
৬.১.১.৭ কী করলে উমরা বাতিল হয়?	৯৭
৬.১.১.৮ ফিদইয়া সংক্রান্ত বিধিবিধান	৯৮
মাসআলাঃ কেউ যদি ভুলে বা না জানার কারণে...	৯৮
প্রশ্নঃ কোথায় ফিদইয়ার পশু কুরবানী দেবে কিংবা মিসকীন খাওয়াবে?	৯৯
মাসআলাঃ রোযা রাখার জন্য নির্দিষ্ট কোন স্থান নেই...	৯৯
৬.১.২ উমরার ৪টি কাজের ২য় কাজঃ তাওয়াফ	৯৯
৬.১.২.১ তাওয়াফের জন্য অযু করতে হবে কি? তাওয়াফের মাঝখানে অযু ভেঙ্গে গেলে কী হবে?	১০০

মাসআলাঃ প্রথম তিন চক্করে পদক্ষেপ ছোট করে একটু
দ্রুত চলা পুরুষদের জন্য সুন্নাত... ১০৩

মাসআলাঃ তাওয়াফকালে পানাহার বৈধ।
কাজেই কেউ পিপাসা নিবারণের জন্য পানি পান করতে পারেন ১০৪

৬.১.২.২ তাওয়াফ শেষে মাকামে ইব্রাহীমের পেছনে
দুই রাকাত সালাত আদায় ১০৪

প্রশ্নঃ তাওয়াফ শেষের দুই রাকাত সালাত আদায়ের সময়
সামনে দিয়ে চলাচলের বিধান কি? ১০৫

প্রশ্নঃ তাওয়াফ ও সাঈর মাঝপথে জামাত দাঁড়িয়ে গেলে কী করতে হবে? ১০৫

৬.১.৩ উমরার ৪টি কাজের মধ্যে ৩য় কাজঃ সাঈ ১০৬

মাসআলাঃ অযু থাকা অবস্থায় সাঈ করলে তা উত্তম... ১০৬

মাসআলাঃ অসুস্থতা, অক্ষমতা, কষ্ট কিংবা বার্ধক্যের কারণে... ১০৯

৬.১.৪ উমরার ৪টি কাজের মধ্যে ৪র্থ কাজঃ চুল শেভ করা বা কাটা ১০৯

মাসআলাঃ ব্যতিক্রম হলেন তামাত্তু হজ্জ্বকারীরা - যারা
অল্প সময়ের মধ্যেই পুনরায় হজ্জ্বের ইহরাম করবেন... ১১০

মাসআলাঃ মাথার চুল ছোট করার ক্ষেত্রে মাথার সব... ১১০

মাসআলাঃ নারীরা চুলের অগ্রভাগ থেকে ইঞ্চিখানেক কাটবেন... ১১০

৬.২ 'তানঈম' বা 'মাসজিদ আয়শা' থেকে ইহরাম
করে বারবার উমরা করা ১১০

মাসআলাঃ যারা তাওয়াফের উদ্দেশ্যে মসজিদে আসবেন
তাদের জন্য তাহিয়্যাতুল মাসজিদ ২ রাকাত না পড়েই... ১১১

অধ্যায় ৭

হজ্জ্ব ১১২

৭.১ যুলহিজ্জার ৮ তারিখ - ইয়ামুত তারউইয়াহ ১১২

৭.২ হজ্জ্বের ইহরামের ক্ষেত্রে করণীয় ১১৩

মাসআলাঃ ইহরামের পূর্বে ব্যবহৃত সুগন্ধীর কোন অংশ
ইহরামের পর অনিচ্ছায় পোশাকে লেগে গেলে অসুবিধা নেই... ১১৩

৭.৩ যুলহিজ্জার ৯ তারিখ - আরাফার দিন ১১৫

মাসআলাঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরাফার দিন রোযা ছিলেন না... ১১৭

৭.৪ মুযদালিফা ১১৮

মাসআলাঃ এ সময় মাগরিব ও এশার সুন্নাত না পড়াই নিয়ম ১১৮

মাসআলাঃ কেউ যদি গাড়িতে জ্যামে আটকে থাকা অবস্থায়। পথেই মাঝরাত পার হওয়ার ভয় থাকে... ১১৮

মাসআলাঃ যাদের সাথে নারী ও দুর্বল লোকজন আছে, তাদের জন্য মাঝরাত বা রাতের দুই তৃতীয়াংশ পার হওয়ার পর মিনায় চলে... ১১৯

৭.৫ জিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখ - ইয়ামুন নাহর ১১৯

মাসআলাঃ ১০ তারিখ দিবসের পরবর্তী যে রাত্রি - যা আরবী... ১২০

মাসআলাঃ তামাত্তু বা কিরান হজ্জকারীর যদি হজ্জের পশু কেনার সামর্থ্য না থাকে... ১২১

৭.৬ হজ্জের ইহরাম থেকে আংশিক (তাহাল্লুল আওয়াল) ও পূর্ণরূপে (তাহাল্লুল সানী) মুক্ত হওয়া ১২১

সতর্কতাঃ কেউ যদি আংশিক হালাল হওয়ার পূর্বে সহবাস করে... ১২২

মাসআলাঃ স্ত্রীকে জোরপূর্বক সহবাসে বাধ্য করা হলে স্ত্রীর হজ্জ নষ্ট হবে না কিংবা ফিদইয়া বাধ্যতামূলক হবে না... ১২২

মাসআলাঃ কোন নারী হায়েয শুরু হওয়ার ভয় করলে। তাঁর উচিৎ দ্রুত তাওয়াফে ইফাদা সেরে ফেলা... ১২৩

মাসআলাঃ তাওয়াফে ইফাদা তথা হজ্জের মূল তাওয়াফ করার পূর্বে কোন নারীর ঋতুস্রাব শুরু হলে তিনি অপেক্ষা করবেন ১২৩

৭.৭ মীনার দিনরাত্রি ১২৪

মাসআলাঃ ১০ তারিখ তাওয়াফ করতে গিয়ে ভিড়ের কারণে কারও যদি রাত্রিতে মিনায় ফিরে আসতে বিলম্ব হয়... ১২৪

মাসআলাঃ পরের দিনের ফজরের শুরু পর্যন্ত কংকর নিক্ষেপের সময় অবশিষ্ট থাকে... ১২৪

৭.৭.১ ৩টি জামরায় কংকর নিক্ষেপের প্রথম দিন ১২৪

সতর্কতাঃ যোহরের পূর্বে কংকর নিক্ষেপ করলে তা... ১২৪

৭.৭.২ ৩টি জামরায় কংকর নিক্ষেপের দ্বিতীয় দিন ১২৫

সতর্কতাঃ যোহরের পূর্বে কংকর নিক্ষেপ করলে তা... ১২৫

মাসআলাঃ ১২ তারিখ কংকর নিক্ষেপ করে সূর্যাস্তের পূর্বেই মিনা থেকে বের হওয়ার উদ্দেশ্যে কেউ যদি... ১২৫

৭.৭.৩ ৩টি জামরায় কংকর নিক্ষেপের তৃতীয় দিন ১২৬

সতর্কতাঃ যোহরের পূর্বে কংকর নিক্ষেপ করলে তা... ১২৬

সতর্কতাঃ ১৩ তারিখের কংকর অবশ্যই সূর্যাস্তের পূর্বে... ১২৬

মাসআলাঃ বৃদ্ধ, অসুস্থ, শিশু, গর্ভবতী নারী কিংবা অনুরূপ কেউ যার পক্ষে কংকর নিক্ষেপ করা... ১২৬

৭.৮ বিদায়ী তাওয়াফ ১২৭

মাসআলাঃ ঋতুবতী নারীর বিদায়ী তাওয়াফ নেই... ১২৭

৭.৯ হজ্জের রোকনসমূহ ১২৭

৭.৯.১ বিশেষ পরিস্থিতি - ১ঃ ইহরামের পর হজ্জ বা উমরা সম্পন্ন করতে বাধাগ্রস্ত হওয়া ১২৮

৭.৯.২ বিশেষ পরিস্থিতি - ২ঃ ফাওয়াতুল হাজ্জ (হজ্জ ছুটে যাওয়া) ১২৮

৭.১০ হজ্জের ওয়াজিব কাজ সমূহ ১২৯

৭.১১ ওয়াজিব পরিত্যাগ করলে করণীয় ১২৯

অধ্যায় ৮

মদীনা যিয়ারত ১৩০

৮.১ মদীনা সফরের নিয়ত কী হবে? ১৩০

৮.২ নবী ﷺ -এঁর কবর যিয়ারতের পদ্ধতি ১৩০

৮.৩ মসজিদে কুবায় সালাত আদায়ের বিশেষ ফযীলত ১৩৩

সতর্কতাঃ মদীনা যিয়ারতকারীরা এছাড়াও বিভিন্ন মসজিদ পরিদর্শন করে মূল্যবান সময় ও অর্থ নষ্ট করে থাকেন যেগুলোর কোন ফযীলত... ১৩৩

৮.৪ মসজিদে নববীর মূল অনুপ্রেরণা ১৩৩

অধ্যায় ৯

প্রয়োজনীয় দোয়া ও যিকরের তালিকা ১৩৬

৯.১ মসজিদে প্রবেশের দোয়া ১৩৬

৯.২ মসজিদ থেকে বের হওয়ার দোয়া ১৩৬

৯.৩ ইহরাম-তাওয়াফ-সাঈর সময় করার জন্য নির্বাচিত যিকির ও দোয়া ১৩৭

৯.৩.১ হজ্জ বা উমরায় মুহরিম ব্যক্তি কিভাবে তালবিয়াহ পড়বে ১৩৭

৯.৩.২ হাজরে আসওয়াদের কাছে আসলে তাকবীর বলা ১৩৭
৯.৩.৩ রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মাঝে দোয়া ১৩৭
৯.৩.৪ সাফা ও মারওয়ায় দাঁড়িয়ে যা পড়বে ১৩৭
৯.৩.৫ দরুদ ১৩৯
৯.৩.৬ যিকির - ১ ১৩৯
৯.৩.৭ যিকির - ২ ১৩৯
৯.৩.৮ যিকির - ৩ ১৩৯
৯.৩.৯ যিকির - ৪ ১৪০
৯.৩.১০ যিকির - ৫ ১৪০
৯.৩.১১ যিকির যা জবানে সহজ আর মীযানের পাল্লায় ভারী ১৪০
৯.৩.১২ আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাধিক প্রিয় বাক্য ১৪০
৯.৩.১৩ এক হাজার সওয়াব লেখা অথবা এক হাজার পাপ মুছে ফেলার জন্য যিকির ১৪১
৯.৩.১৪ বিশেষ ফযিলতপূর্ণ যিকির ১৪১
৯.৩.১৫ বিশেষ ফযিলতপূর্ণ যিকির ১৪১
৯.৩.১৬ চিরস্থায়ী নেক আমল ১৪২
৯.৩.১৭ সর্বোত্তম যিকির ১৪২
৯.৩.১৮ সায়্যিদুল ইসতিগফার (ক্ষমা চাওয়ার শ্রেষ্ঠ দোআ) ১৪২
৯.৩.১৯ ক্ষমা প্রার্থনা ও তাওবা করা ১৪৩
৯.৩.২০ শিরক থেকে বাঁচার দোয়া ১৪৩
৯.৩.২১ কবর ও জাহান্নামের আযাব, জীবন, মৃত্যু ও দাজ্জালের ফিতনা এবং গুনাহ ও ঋণ থেকে আশ্রয় চাওয়ার দোয়া ১৪৩
৯.৩.২২ কৃপণতা, কাপুরুষতা, বার্ধক্য এবং ফিতনা থেকে আশ্রয় চাওয়ার দোয়া ১৪৪
৯.৩.২৩ জাহান্নাম থেকে আশ্রয় এবং জান্নাত চাওয়ার দোয়া ১৪৪
৯.৩.২৪ হেদায়েত ও সাহায্য চাওয়ার বিশেষ দোয়া ১৪৪
৯.৩.২৫ শত্রুর উপর বদদোয়া ১৪৫
৯.৩.২৬ ঋণ মুক্তির জন্য দোয়া ১৪৫

৯.৩.২৭ দুষ্ট শয়তানদের ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে যা বলবে ১৪৫
৯.৩.২৮ ইবাদাত - আমল কবুলের দোয়া ১৪৬
৯.৩.২৯ দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাওয়া ১৪৬
৯.৩.৩০ হিদায়াত পাওয়ার পরে পুনরায় পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে আশ্রয় চাওয়া ১৪৬
৯.৩.৩১ জাহান্নাম হতে মুক্তি এবং ক্ষমা চাওয়া ১৪৭
৯.৩.৩২ সুসন্তান লাভের জন্য দোয়া ১৪৭
৯.৩.৩৩ ধৈর্য, শক্তি-সামর্থ্য ও বিজয় প্রার্থনা ১৪৭
৯.৩.৩৪ জাহান্নামের আযাব হতে আশ্রয় চাওয়া ১৪৭
৯.৩.৩৫ তাওবা - ক্ষমা চাওয়ার দোয়া ১৪৮
৯.৩.৩৬ যালিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আশ্রয় চাওয়া ১৪৮
৯.৩.৩৭ নিয়মিত সালাত কায়েম করার শক্তি-সামর্থ্য ও
তাওফীক লাভের দোয়া ১৪৮
৯.৩.৩৮ পিতামাতার জন্য দোয়া ১৪৯
৯.৩.৩৯ সিদ্ধান্তে উপনীত বিষয় বাস্তবায়নের জন্য আল্লাহ্‌র
রহমত এবং সঠিক দিকনির্দেশনার দোয়া ১৪৯
৯.৩.৪০ মনোবল বৃদ্ধি ও মুখের জড়তা দূর করার দোয়া ১৪৯
৯.৩.৪১ জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দোয়া ১৫০
৯.৩.৪২ কঠিন বিপদ থেকে মুক্তি লাভের জন্য ইউনুস ﷺ -এঁর দোয়া ১৫০
৯.৩.৪৩ শয়তানের উপস্থিতি ও কুমন্ত্রণা হতে আল্লাহ্‌র
কাছে আশ্রয় প্রার্থনা ১৫০
৯.৩.৪৪ ক্ষমা এবং রহমত প্রার্থনা ১৫০
৯.৩.৪৫ জাহান্নামের আযাব হতে আশ্রয় চাওয়া ১৫১
৯.৩.৪৬ চক্ষু শীতলকারী স্ত্রী ও সন্তানাদি লাভের দোয়া ১৫১
৯.৩.৪৭ কৃতজ্ঞ বান্দা হওয়ার তাওফীক কামনা ও
সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করার প্রার্থনা ১৫১
৯.৩.৪৮ প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ
পাওয়ার জন্য মূসা ﷺ -এঁর দোয়া ১৫১
৯.৩.৪৯ সুসন্তান লাভের জন্য দোয়া ১৫২
৯.৩.৫০ ক্ষমা, নূর এবং হিদায়াত প্রার্থনা ১৫২

৯.৩.৫১. পিতা-মাতা ও সকল মু'মিন নর-নারীকে ক্ষমা করার জন্য নূহ ﷺ -এঁর প্রার্থনা ১৫২

৯.৩.৫২ ধৈর্য, শক্তি-সামর্থ্য ও বিজয় প্রার্থনা ১৫২

৯.৩.৫৩ তাওবা - ক্ষমা চাওয়ার দোয়া ১৫৩

৯.৩.৫৪ অজ্ঞতাবশত ভুলের ক্ষমা ও সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা-দায়িত্ব থেকে মুক্তি চাওয়া ১৫৩

৯.৩.৫৫ ইস্তিগফার ১৫৪

৯.৩.৫৬ অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আশ্রয় চাওয়া ১৫৪

৯.৩.৫৭ মাসনূন দোয়া - ১ ১৫৪

৯.৩.৫৮ মাসনূন দোয়া - ২ ১৫৪

৯.৩.৫৯ মাসনূন দোয়া - ৩ ১৫৫

৯.৩.৬০ মাসনূন দোয়া - ৪ ১৫৫

৯.৩.৬১ মাসনূন দোয়া - ৫ ১৫৫

৯.৩.৬২ মাসনূন দোয়া - ৬ ১৫৬

৯.৩.৬৩ মাসনূন দোয়া - ৭ ১৫৬

৯.৩.৬৪ মাসনূন দোয়া - ৮ ১৫৬

৯.৩.৬৫ মাসনূন দোয়া - ৯ ১৫৭

৯.৩.৬৬ মাসনূন দোয়া - ১০ ১৫৭

৯.৩.৬৭ মাসনূন দোয়া - ১১ ১৫৮

৯.৩.৬৮ মাসনূন দোয়া - ১২ ১৫৮

৯.৩.৬৯ মাসনূন দোয়া - ১৩ ১৫৮

৯.৪ সকাল-সন্ধ্যার নির্বাচিত কিছু যিকির ও দোয়া ১৫৯

৯.৪.১ আয়াতুল কুরসিঃ সূরা আল-বাক্বারা ২৫৫ ১৫৯

৯.৪.২ কুরআনের শেষ তিনটি সূরাঃ ইখলাস, ফালাক্ব, নাস ১৫৯

৯.৪.৩ সকাল-সন্ধ্যার যিকির - ১ ১৬০

৯.৪.৪ সকাল-সন্ধ্যার যিকির - ২ ১৬২

৯.৪.৫ সকাল-সন্ধ্যার যিকির - ৩ ১৬২

৯.৪.৬ সকাল-সন্ধ্যার যিকির - ৪ ১৬৩

৯.৪.৭ সকাল-সন্ধ্যার যিকির - ৫ ১৬৩
৯.৪.৮ জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির দোয়া ১৬৪
৯.৪.৯ সায়্যিদুল ইসতিগফার (ক্ষমা চাওয়ার শ্রেষ্ঠ দোআ) ১৬৪
৯.৪.১০ কোনো কিছু তার ক্ষতি করতে পারবে না ১৬৫
৯.৪.১১ কিয়ামতের দিনে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ১৬৫
৯.৪.১২ উপকারী জ্ঞান, পবিত্র রিযিক এবং কবুলযোগ্য আমলের দো'আ ১৬৬
৯.৪.১৩ তার চেয়ে কেউ উৎকৃষ্ট হবে না যে এই দোআ বেশি পড়বে ১৬৬
৯.৪.১৪ দশটি দাসমুক্তির অনুরূপ ও একশত সাওয়াব ১৬৬
৯.৪.১৫ চারটি কালেমা সারা সকাল ইবাদতের চেয়েও ওজনে ভারী ১৬৭
৯.৪.১৬ বিষধর প্রাণীর ক্ষতি থেকে নিরাপত্তার দোয়া ১৬৭
৯.৪.১৭ দরুদ ১৬৭
৯.৪.১৮ সূরা বাক্বারার শেষ দুই আয়াত ১৬৮
৯.৫ সালাতের পরবর্তী যিকির ও দোয়া ১৬৯
৯.৫.১ সালাতের পরবর্তী যিকির - ১ ১৬৯
৯.৫.২ সালাতের পরবর্তী যিকির - ২ ১৬৯
৯.৫.৩ সালাতের পরবর্তী যিকির - ৩ ১৭০
৯.৫.৪ সালাতের পরবর্তী যিকির - ৪ ১৭০
৯.৫.৫ সালাতের পরবর্তী যিকির - ৫ ১৭১
৯.৫.৬ উপকারী জ্ঞান, পবিত্র রিযিক এবং কবুলযোগ্য আমলের দো'আ ১৭১
৯.৫.৭ পাপরাশি ক্ষমা করে দেওয়া হয়, যদিও তা সমুদ্রের ফেনারাশির মত হয় ১৭১
৯.৫.৮ কুরআনের শেষ তিন সূরা ১৭২
৯.৫.৯ আয়াতুল কুরসিঃ সূরা আল-বাক্বারা, ২ : ২৫৫ ১৭৩

লেখক পরিচিতি

বইটির লেখক মুহাম্মাদ নাসীল শাহ্‌রুখ আল কুরআনের তিলাওয়াত ও 'তাজউইদ' এর একজন শিক্ষক।

তিনি দশ কিরাতে 'ইজাযা'র অধিকারী উসতায আব্দুল হামিদ আল-মুখতার আস-সূদানী ﷺ -এঁর নিকট আল-কুরআনের তিলাওয়াত ও তাজউইদ অধ্যয়ন করেন। তিনি 'আশ-শাতিবিয়্যাহ'র বর্ণনাধারা অনুযায়ী হাফস রিওয়ায়েতে নবী মুহাম্মাদ ﷺ থেকে অবিচ্ছিন্ন সনদে সম্পূর্ণ আল-কুরআন উসতাযকে পাঠ করে শোনান এবং তা পাঠ করার ও অন্যকে শেখানোর 'ইজাযা' বা অনুমতি লাভ করেন। তিনি স্বীয় উসতাযের নিকট তাজউইদ শাস্ত্র শেখানোর সনদও অর্জন করেছেন। এই সনদের ধারাবাহিকতার (সিলসিলা) উৎস মিসরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্বিরাআতের শিক্ষকমণ্ডলী। এর পাশাপাশি তিনি আরবী ভাষা ও দ্বীনের অন্যান্য শাস্ত্রও অধ্যয়ন করেছেন। যাঁদের সান্নিধ্যে তিনি আরবী ভাষা শিক্ষা করেছেন, তাঁদের অন্যতম হলেন উসতায ড. মাহমূদুল হাসান ইউসুফ (ডবল দাওরা, দেওবন্দ)। লেখক ২০১৯ সালে আল-হাইআতুল উলিয়ার অধীনে পরিচালিত তাকমীল (দাওরায় হাদীস) পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন।

তিলাওয়াত ও তাজউইদ শিক্ষা দেয়ার পাশাপাশি তিনি ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন কোর্স করান, লেকচার দেন এবং বই লেখেন।

তাঁর কোর্স, লেকচার বা বইপত্র সম্পর্কে জানার জন্য নিচের টেলিগ্রাম গ্রুপে যুক্ত হোনঃ

https://t.me/naseel

অথবা ভিজিট করুনঃ

naseelshahrukh.com

www.youtube.com/@naseelshahrukh

লেখকের অন্যান্য বইঃ

- ফিকহুস সিয়ামঃ রোযার বিধান ও মাসায়েল
- সর্বসাধারণের জন্য সহজ ভাষায় রচিত উমরাহ্ হ্যান্ডবুক
- আল- কুরআন তিলাওয়াতের নিয়ম কানুন
- অযু-গোসল-হায়েয এবং পবিত্রতার ৩০০+ মাসায়েল

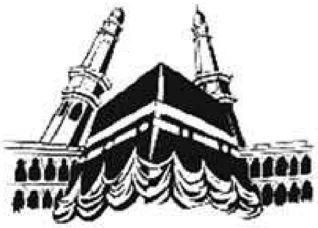

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায় ১ঃ হজ্জ কেন করবেন?

হজ্জ নতুন জীবন শুরুর এক সুবর্ণ সুযোগ। জীবনের সকল গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে সদ্যপ্রসূত নবজাতকের মত নিষ্পাপ হয়ে ফিরে আসার অনন্য উপায়। তেমনি জান্নাতের আসন নিশ্চিত করার অনবদ্য সুযোগ। আমর ইবনুল আস ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

> فَلَمَّا جَعَلَ اللَّهُ الإِسْلاَمَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ ابْسُطْ يَمِينَكَ فَلأُبَايِعْكَ . فَبَسَطَ يَمِينَهُ - قَالَ - فَقَبَضْتُ يَدِي . قَالَ " مَا لَكَ يَا عَمْرُو " . قَالَ قُلْتُ أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ . قَالَ " تَشْتَرِطُ بِمَاذَا " . قُلْتُ أَنْ يُغْفَرَ لِي . قَالَ " أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإِسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ "

এরপর আল্লাহ্ যখন আমার অন্তরে ইসলামের অনুরাগ সৃষ্টি করলেন, তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এঁর কাছে উপস্থিত হয়ে অনুরোধ জানালাম যে, আপনার ডান হাত বাড়িয়ে দিন, আমি বাইয়াত নিতে চাই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন, তখন আমি আমার হাত টেনে নিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেনঃ আমর, কী ব্যাপার? বললাম, আমার একটা শর্ত আছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, কী শর্ত? আমি বললাম, আমার সব গুনাহ যেন ক্ষমা করা হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, 'আমর! তুমি কি জান না যে, ইসলাম পূর্ববর্তী সকল পাপ মুছে

দেয়? আর হিজরত পূর্ববর্তী সকল পাপ মুছে দেয়? আর হজ্জ পূর্ববর্তী সকল পাপ মুছে দেয়? (১)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেনঃ

مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হজ্জ করবে আর দাম্পত্য আচরণ [হজ্জের ইহরাম অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সহবাস সহ কামনাপূর্ণ সকল কথা ও কাজ নিষিদ্ধ] এবং গুনাহ হতে বিরত থাকবে, সে ঐ দিনের মত নিষ্পাপ হয়ে ফিরে আসবে যেদিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিল। (২)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেনঃ

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ

এক উমরার পর পরবর্তী উমরাহ এর মধ্যবর্তী যাবতীয় ছোট গুনাহের জন্য কাফফারা, আর পাপমুক্ত বিশুদ্ধ হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু নয়! (৩)

এই হাদীসে যে 'হজ্জে মাবরূর' তথা পাপমুক্ত বিশুদ্ধ হজ্জের কথা বলা হয়েছে তা ঐ হজ্জ যাতে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমানঃ

১) এক আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি উদ্দেশ্যে এই হজ্জ করা হয়। এতে প্রশংসা কুড়ানো বা 'হাজী' পরিচয় অর্জন জাতীয় কোন জাগতিক উদ্দেশ্য থাকে না।

২) এই হজ্জ শিরকমুক্ত হয়ে তাওহীদের ভিত্তিতে পালিত হয়।

৩) এই হজ্জ নবী ﷺ -এঁর সুন্নাত অনুযায়ী যথাযথ নিয়মে পালন করা হয়।

৪) এই হজ্জ হালাল রোজগার থেকে করা হয়।

৫) এই হজ্জে ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ যাবতীয় বিষয় থেকে বেঁচে থাকা হয়।

৬) এই হজ্জে যাবতীয় অন্যায় কথা, কাজ, ঝগড়া, গালাগালি ও অজ্ঞতাপূর্ণ আচরণ থেকে দূরে থাকা হয়।

---

১. মুসলিম (১২১)
২. বুখারী (১৫২১), মুসলিম (১৩৫০)
৩. বুখারী (১৭৭৩), মুসলিম (১৩৪৯)

৭) সকল পাপ পরিত্যাগ করে আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ আনুগত্যের সংকল্প নিয়ে এই হজ্জ্ব করা হয়।

৮) হজ্জে-মাবরূরের লক্ষণ হল হজ্জ্ব পালনকারী এক ভিন্ন ব্যক্তি হয়ে ফিরে আসেন এবং তিনি পূর্বের জীবনের পাপ-পংকিলতায় পুনরায় ফিরে যান না।

হজ্জের ফযীলত সম্পর্কে আরও বর্ণিতঃ

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلاَ نُجَاهِدُ قَالَ لاَ لَكُنَّ أَفْضَلُ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ

উম্মুল মুমিনীন আয়শা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বললেনঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! জিহাদকে আমরা সর্বোত্তম আমল মনে করি। কাজেই আমরা কি জিহাদ করব না? তিনি বললেনঃ না। তোমাদের জন্য রয়েছে সর্বোত্তম জিহাদ - হজ্জে মাবরূর। [৪]

রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেনঃ

وَفْدُ اللهِ ثَلَاثَةٌ: الْغَازِي، وَالْحَاجُّ، وَالْمُعْتَمِرُ

তিন শ্রেণীর লোক আল্লাহ্‌র রাজকীয় অতিথি - যোদ্ধা, হাজী ও উমরাকারী। [৫]

অর্থাৎ কোন প্রতিনিধি দল যেমনিভাবে রাজকীয় অতিথি হিসেবে সম্মান পায়, তেমনি এই তিন শ্রেণীর লোক আল্লাহ্‌র বিশেষ সম্মানের পাত্র এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌ সাহায্য করবেন ও রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।

রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেনঃ

«الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ، وَفْدُ اللهِ، دَعَاهُمْ، فَأَجَابُوهُ، وَسَأَلُوهُ، فَأَعْطَاهُمْ»

আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধকারী, হজ্জ্ব পালনকারী ও উমরাকারী আল্লাহ্‌র রাজকীয় অতিথি। তিনি তাদেরকে ডেকেছেন, ফলে তারা তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছে। আর তারা তাঁর কাছে চেয়েছে, ফলে তিনি তাদেরকে দিয়েছেন। [৬]

---

৪. বুখারী (১৫২০)

৫. নাসাঈ (২৬২৫)

৬. ইবনু মাজাহ (২৮৯৩)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেনঃ

مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلاَئِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلاَءِ

আরাফার দিবসে আল্লাহ্ যত বান্দাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন তার চেয়ে বেশি আর কোন দিবসে করেন না। নিশ্চয়ই এ দিন তিনি নিকটবর্তী হন, তারপর বান্দাদের সম্পর্কে ফেরেশতাদের নিকট গর্ব করে বলেনঃ তারা কী চায়? [৭]

অর্থাৎ তারা পরিবার পরিজন ত্যাগ করে সম্পদ ব্যয় করে সফরের ধকল সহ্য করে কিসের আশায় এসেছে? নিশ্চয়ই আল্লাহ্র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি অর্জন ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য তাদের নেই। আল্লাহ্ তাআলার এই বক্তব্য তাদের ক্ষমা লাভের ইঙ্গিত। অন্য হাদীসে এসেছেঃ

فإنّ الله عز وجل يَنزلُ إلى سماءِ الدنيا فيقول: انظروا إلى عبادي شُعثاً غُبراً، اشهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهم، وإن كانت عدد قَطرِ السماء ورملِ عالج،

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ নিকটতম আসমানে অবতরণ করে বলেনঃ আমার বান্দাদেরকে দেখ এলোকেশে ধূলিমলিন অবস্থায় তারা এসেছে, তোমরা সাক্ষী থাক যে নিশ্চয়ই আমি তাদের গুনাহগুলোকে ক্ষমা করে দিয়েছি, যদিও বা তা আকাশের বৃষ্টির ফোঁটা কিংবা 'রমল আলিজ' ['রমল আলিজ' বালুময় এক বিশাল অঞ্চলের নাম, অপর মতে এর অর্থ বালুর ঢিবি] এর বালুকারাশির সম সংখ্যকও হয়...। [৮]

কোন কোন বর্ণনায় ফেরেশতারা জবাবে বলেনঃ

جاؤوا يلتمسون رضوانك والجنةَ فيقول الله عزَّ وجلَّ: فإني أُشهِدُ نفسي وخَلقي أني قد غفرت لهم، ولو كانت ذُنوبُهم عدد أيام الدهر، وعدد رملِ عالِجٍ

৭. মুসলিম (১৩৪৮)

৮. ইবনু হিব্বান (১৮৮৭), বাযযার (১০৮২), তাবারানীর আল মুজামুল কাবীর (১৩৫৬৬), সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব (২/৩৬)

তারা আপনার সন্তুষ্টি ও জান্নাতের আশায় এসেছে। আল্লাহ্ বলেনঃ আমি নিজেকে এবং আমার সৃষ্টিকে সাক্ষী রাখছি যে আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম - যদিও তাদের গুনাহ কালের প্রবাহে যতগুলো দিন আছে তার সম সংখ্যকও হয় কিংবা 'রমল আলিজ' ['রমল আলিজ' বালুময় এক বিশাল অঞ্চলের নাম, অপর মতে এর অর্থ বালুর ঢিবি] এর বালুকারাশির সম সংখ্যকও হয়। [৯]

হজ্জ্বের ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আরও বর্ণিতঃ

«فَإِنَّ لَكَ مِنَ الْأَجْرِ إِذَا أَمَمْتَ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ أَلَا تَرْفَعَ قَدَمًا أَوْ تَضَعَهَا أَنْتَ وَدَابَّتُكَ إِلَّا كُتِبَتْ لَكَ حَسَنَةٌ، وَرُفِعَتْ لَكَ دَرَجَةٌ

তুমি প্রাচীন ঘরের হজ্জ্বের উদ্দেশ্যে রওনা হলে তুমি বা তোমার পশু যখনই পা উঠাবে কিংবা পা ফেলবে এর বিনিময়ে তোমার জন্য একটি সওয়াব লিখিত হবে এবং এক ধাপ মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়া হবে। [১০]

১.১ এক নজরে হজ্জ্বের বিবিধ ফযীলত [১১]

১) পাপমুক্ত বিশুদ্ধ হজ্জ্ব অতীতের সকল গুনাহ মাফের কারণ।

২) পাপমুক্ত বিশুদ্ধ হজ্জ্ব জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের কারণ।

৩) পাপমুক্ত বিশুদ্ধ হজ্জ্ব জান্নাত লাভের কারণ।

৪) হজ্জ্বের বিভিন্ন অনুষ্ঠান দোয়া কবুলের উপলক্ষ।

৫) হজ্জ্ব সর্বোত্তম জিহাদ।

৬) হজ্জ্বকারী আল্লাহ্‌র রাজকীয় অতিথি।

৭) প্রতি পদক্ষেপে হজ্জ্ব পালনকারীর একটি গুনাহ মাফ হয়, একটি সওয়াব লিখিত হয় এবং মর্যাদা এক ধাপ বৃদ্ধি পায়।

৮) তাওয়াফের পর এর পরবর্তী দুই রাকাত সালাতের বিনিময়ে ইসমাঈলের বংশধরদের মধ্য থেকে একজন দাসমুক্তির সওয়াব রয়েছে।

---

৯. সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ২/১১

১০. আল মুজাম আল আওসাত (২৩২০), সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব (১১১৩)

১১. এ সংক্রান্ত বিভিন্ন বর্ণনার জন্য আরও দ্রষ্টব্যঃ সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ২/১০-১২